



“সমন্বিত ছাদ কৃষি/মৎস্য ব্যবস্থাপনা, বয়ে আনবে কৃষিতে অনন্ত সম্ভাবনা

বাংলাদেশ একটি ক্রমবর্ধমান জনবহুল দেশ। এদেশে একদিকে যেমন জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে, অন্যদিকে তেমন উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় দিন দিন কৃষি জমির পরিমাণ বছরে শতকরা ১% ভাগ হিসেবে কমে যাচ্ছে। আর এই এক শতাংশ কমে যাওয়া কৃষি জমির পরিমাণ বছরে প্রায় ৬৬১.৪৫ একর। এটি জানা গেছে এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট সংগঠনের একটি জাতীয় সেমিনার প্রতিবেদন থেকে। এই হারে যদি প্রতিবছর কৃষি জমির পরিমাণ দেশে কমে থাকে, তবে দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টির জোগান দিতে হলে ছাদ কৃষি ব্যবস্থাপনায় হবে আগামীদিনের কৃষি উৎপাদনের ইঙ্গিত বিকল্প। যার প্রস্তুতি এখন থেকে একটু একটু করে গ্রহণ করা গেলে, তা হবে কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রের দূর দৃষ্টি সম্পন্ন একটি যৌক্তিক পদক্ষেপ।

সাধারণ বাড়ীর ছাদে বাগান (Roof top garden) করার প্রযুক্তি থেকে ছাদে কৃষি মৎস্যচাষ ও অন্যান্য সহযোগী শস্যের উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা ধারণার উৎপত্তি হয়েছে। এখন ছাদে কৃষিজ শস্য উৎপাদন (Roof for agriculture) ক্রমান্বয়ে সমপ্রসারিত হচ্ছে। এখন একে বিবেচনা করা হচ্ছে বিনোদন ও আর্থসামাজিক মাধ্যম হিসেবে। বাড়ীর ছাদে সবুজ পরিবেশে বেড়ানোর পাশাপাশি বাড়তি কিছু খাদ্য শস্য যেমন শাকসবজি, ফলমূল, ফুল, হাঁস-মুরগি, গবাদিপশু, মাছসহ সহঅবস্থান যোগ্য অন্যান্য কৃষিজ উৎপাদন করার যেতে পারে। তবে এ প্রযুক্তিতে লাভজনক ও সর্বজন উপযোগী করার জন্য ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

অধুনা, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদের “ফিসারিজ রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট” বিভাগের একজন শিক্ষক এবং কয়েকজন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীগণ কর্তৃক পরিচালিত ছাদ কৃষি ব্যবস্থাপনার উপর একটি চলমান গবেষণা প্রকল্প থেকে তাঁরা ইতিবাচক ফলাফল ইতোমধ্যেই পেতে শুরু করেছেন। এই ছাদ কৃষি গবেষণা তাঁরা ৭টি বিভাগ কেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনার আওতায় পরিচালনা করছেন। এগুলো হলো (১) একুয়াপনিং (২) রিসার্কুলেশন প্রক্রিয়ায় রসিন মৎস্য চাষ (৩) শাক সবজি ও ঔষধি গাছের চাষ (৪) এজোলা, ক্ষুদিপানা ও শেওলা চাষ (৫) শামুক চাষ ও প্রজনন (৬) কম্পোস্টিং সার উৎপাদন (৭) আলোর ফাঁদে পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ।

এ গবেষণার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের বাড়ীর ছাদে তাঁরা একদিকে বিভিন্ন সবজি উৎপাদন করছেন, অন্যদিকে রসিন সৌখিন মৎস্যের পাশাপাশি পাবদা, কৈ, খলিসা, তেলাপিয়া এবং চিংড়ি মাছও চাষ করছেন। এছাড়াও তুলসী, বাসক, এলোভেরা এবং ডায়াবেটিস উপশমে সক্ষম কিছু ঔষধি গাছও তাঁদের গবেষণার আওতায় রয়েছে। এর পাশাপাশি শামুক, ক্ষুদিপানা, এজোলা এবং কম্পোস্ট সারও কিছু উৎপাদন করা হচ্ছে এ গবেষণা প্রকল্পের আওতায় যা অত্যন্ত উৎসাহ ব্যাপক।

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক পরিচালিত এ গবেষণা প্রকল্প যদি সুনির্দিষ্ট ফলাফল প্রদান করে একটি স্থিতিশীল প্রকল্প হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করতে পারে, তবে আগামীদিনে এ ধরনের প্রকল্প সারা বাংলাদেশে ব্যাপক সাড়া জাগাবে বলে ধারণা করা যায়।

এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে আর্কিটেকচারাল ইঞ্জিনিয়ারগণের কাছ থেকে প্রকল্প গ্রহণ সনদপত্র পাওয়া জরুরি বলে আমরা মনে করি। কারণ এ প্রকল্পগুলো গ্রহণ করলে ছাদের উপর মাটি, পানি এবং অন্যান্য কৃষিজ, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ চাষ বিষয়ক বহু উপকরণ ছাদে নিয়ে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে এ সমস্ত উপকরণের যে ওজন বা ভার হবে তা সংশ্লিষ্ট ছাদ বহনে সক্ষম কিনা তা প্রকল্প গ্রহণ পূর্ব সময়ে অবশ্যই প্রকল্প গ্রহণকারীগণকে উল্লেখিত আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ারগণের সনদ পত্রের মাধ্যমে যেনে নিয়ে তবে প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত হবে। এ ব্যাপারে কৃষি, মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ বিভাগীয় কর্মকর্তাগণকে প্রকল্প গ্রহণ পূর্ব ভূমিকা অবশ্যই রাখতে হবে বলে আমরা মনে করি। পাশাপাশি কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো (কৃষি, মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ) তাদের মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদানে এগিয়ে আসবেন বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

এ সংখ্যায় বার্তা লিখছেন তাঁদের জন্য হইলো আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা। “বাজারে” প্রকাশিত লেখার সূত্র স্বীকার করে পুনর্নির্ল করা যাবে না, কিন্তু ছাড়া অবশ্যই ব্যবসায়িক স্বার্থে নয়। সেক্ষেত্রে পুনর্নির্লিত লেখাটি সম্পাদকের অনুমতি ছাড়া প্রকাশিত হইল। মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লিপ্যন্তরিত প্রকল্পসমূহ ও প্রয়োজনীয় কৌশলসম্পন্ন উপকরণসমূহী লেখা সাধারণ পুঁজি হইবে। প্রকাশিত লেখার জন্য লেখককে সমর্থনী প্রদান করা হইবে না।